DEC. 28 2001

DEC. 27 2001

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

নতুন প্রেক্ষাপটে
মাদ্রাসা-শিক্ষা

এ জেড এম শামসুল আলম

বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং কর্তৃক অক্টোবর ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মাদ্রাসায় পর পর ২৬ জন অধ্যক্ষ ছিলেন ইংরেজ নাসারা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইংরেজদের সঙ্গে আলীয়া মাদ্রাসার সংযোগ ছিল নিবিড়। ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ এ স্প্রেঙ্গার (১৮৫০-৫৭)। সর্বশেষ ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লি (১৯১১-২৩ এবং ১৯২৫-২৭)। ১৮৫০ সালে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগের পূর্বে (১৭৮০-১৮৫০) ক্যালকাটা মাদ্রাসার প্রধান নির্বাহীর পদবী-ছিল সেক্রেটারী। সেক্রেটারীও হতেন ইংরেজ। ক্যাপটেন আয়রন (Capt. Iron) ছিলেন প্রথম সেক্রেটারী।

ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সনে শামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহমদকে (আইইএস) প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ (১৯২৭-২৮) নিয়োগের পর থেকে ক্যালকাটা আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরেজীর প্রভাব কিছুটা কমতে থাকে এবং আরবী ও উর্দুর প্রভাব বাড়তে থাকে। আলীয়া মাদ্রাসাকে শুধু ধর্মীয় কাজে সমাধা এবং সাধারণ শিক্ষায় পাশ্চাত্য সভ্যতামুখী করার প্রচেষ্টা বিভিন্ন কৌশলে ও বিভিন্ন সময়ে হতে থাকে। ইংরেজদের স্বার্থে ইসলামের প্রকৃত চেতনাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে এ দেশে দু'ধরনের শিক্ষা চালু করা হয়।

দেওবন্দী সিলেবাস

আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ৮৬ বছর পর প্রকৃত ইসলামী চেতনার আলোকে ১৮৬৬ সনে যুক্ত প্রদেশের দেওবন্দে প্রতিষ্ঠিত হয় দারুল উলুম দেওবন্দ। এর প্রভাবে বার্মা, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে দেওবন্দী মাদ্রাসার অনুরূপ বহু কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠে। উমহাদেশের বাইরেও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বহু দেওবন্দী মাদ্রাসা তাবলীগের প্রভাবে গড়ে উঠে। এর একটা কারণ হলো, দেওবন্দ মাদ্রাসার সু-চিন্তিত সিলেবাস, শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ। অপর কারণটি হলো দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে তাদের নিজস্ব কর্মস্থলে বা জেলায় মাদ্রাসা স্থাপনের প্রবণতা সৃষ্টি।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের ফজিলত এবং মাদ্রাসা পরিচালনা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য বড় একটি প্রয়োজন হলো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সাংগঠনিক জ্ঞান, তৎপরতা এবং মাদ্রাসার শিক্ষক হওয়ার দক্ষতা।

শিক্ষক ও সংগঠক প্রশিক্ষণ

বিত্ত, অর্থ, জমি, গৃহ, ইমারত হলেই হয় না, মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য প্রতিভাবান অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন অনেক বেশী। শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসার পুকুরে গোসল করতে, সুন্দর হোস্টেলে থাকতে, পরিষ্কার টয়লেট ব্যবহার করার জন্য মাদ্রাসা খোঁজ করে না। ঐ মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী যেতে চায়, যেখানে শিক্ষার ভালো পরিবেশ এবং প্রতিভাবান শিক্ষকের সন্ধান পায়।

সকল মাদ্রাসা শিক্ষিতদের পক্ষে সফল ও দক্ষ শিক্ষক হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা দানের প্রবণতা ও প্রতিভা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ দান। যাদের মধ্যে এ ক্ষমতা আছে তারা নিজেরাও সে সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই অবহিত বা সচেতন নয়। কার মধ্যে শিক্ষকতার প্রবণতা ও শিক্ষকসুলভ গুণাবলী আছে তা বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়।

মাদ্রাসার উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদেরকে নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পড়াবার দায়িত্ব দেয়া যায়। এতে তাঁদের শিক্ষক সুলভ গুণাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ সচেতন হবেন এবং তাঁরা নিজেরা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার ভিত্তি ও শক্তি সম্পর্কেও প্রত্যয়শীল হবেন। তার পক্ষেই সফল শিক্ষক হওয়া সম্ভব যিনি শিক্ষা প্রদানে প্রকৃতিগতভাবে সক্ষম এবং যার শিক্ষকতার গুণ আছে।

দুনিয়াবিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা

সুচতুর ইংরেজদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির ফলে সৃষ্ট অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানধারী মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেমগণ কওমী মাদ্রাসাসমূহে একসময় ইংরেজী চর্চা হারাম মনে করতেন। সঙ্গত কারণও ছিলো। ভারতীয় মুসলমানগণ রাজ্যহারা হয়ে বিজয়ী শক্তি ইংরেজদের রুদ্ররোষের শিকার হয়। জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হস্তচ্যুৎ হয়। মুসলমানদেরকে ক্ষমতা ও প্রশাসনিক কাজ হতে দূরে রাখার অসৎ উদ্দেশ্যে রাজকার্য ফার্সী ভাষা থেকে ইংরেজী ভাষা চালু করে। এ প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া, হতাশাগ্রস্ত মুসলমানেরা ভাবেন- দুনিয়ার তো সব কিছুই হারিয়েছি, অন্ততঃ আখিরাতটা যেন হাতছাড়া না হয়।

তারা ইংরেজের রাজ-দরবার, চাকরি-বাকরি, সামরিক বাহিনী, শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহন থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আখিরাত চর্চায় নিয়ত হন। দ্বীনি শিক্ষিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের সবকিছু থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেন। এ প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণ করে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জামেয়া আল-আজহার

এ সমস্ত মাদ্রাসায় অনুসৃত বর্তমান সিলেবাস পাঠ করে কারো পক্ষে তাজমহলের স্থপতি ঈসা আফেন্দী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা, আল-রাজী, বৈজ্ঞানিক ফারাবি, সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, আল-বিরুনী, ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক, দার্শনিক, আলকিন্দী, ভাষাবিদ শহীদুল্লাহ্, কবি ফেরদৌসী, হাফিজ প্রমুখের মতো হওয়া সম্ভব ছিল না-যারা দুনিয়াদারী সাফল্যের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে বিবেচিত ছিলেন।

নতুন প্রেক্ষাপট

মুসলিম বিশ্ব এখন পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দাসত্ব মুক্ত। নতুন প্রেক্ষাপটে স্বাধীন, সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে ধারা এখনো শুরু হয়নি।

যে প্রেক্ষাপটে ইংরেজীকে তৎকালীন আলেম-উলামা হারাম ঘোষণা করেছিলেন এর পরিবর্তন হয়েছে। বৃটিশ রাজত্বকালে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে কারো কারো মুসলমানিত্ব ছেড়ে খ্রীষ্টান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সে ধারা এখন আর নেই। অর্থনীতি, প্রযুক্তি বিদ্যায় অনগ্রসর হলেও মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবল, কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনের আগ্রহ দুর্বল।

হীনমন্যতা হ্রাস

বৃটিশ আমলে কোন সঙ্গতিপূর্ণ ঘরের সন্তান ব্যারিস্টারি পড়া বা উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার ইচ্ছায় বিয়ে করে যেতেন। পাছে আদরের দুলাল হীনমন্যতাবশতঃ বিদেশে বিয়ে করে মেম সাহেব নিয়ে দেশে না ফিরেন। কেউ কেউ বিয়ের পর পিতার নির্দেশে বা শ্বশুরের অর্থে স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হতেন।

এখনকার মুসলিম যুবকদের কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে হয়তো আনন্দ উপভোগ করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বৌ নিয়ে দেশে ফিরেন খুবই কম। ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতি ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে না। প্রাত্যহিক জীবনে বিদেশী সংস্কৃতি অনুসরণ করলেও তারা পুরোপুরি সাহেব হয়ে যান না।

সুদমুক্ত অর্থনীতি

অর্থনীতিতেও পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং চালু হচ্ছে। সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসগুলোর চর্চা হওয়া অতীতের চেয়ে বর্তমানে আরো অধিক প্রয়োজন। অতীতে মুসলিম ব্যবসায়ীদের পক্ষে সুদমুক্ত জীবনযাপন কঠিন ছিল।

আমার জানা মতে ঢাকা মহানগরীর বারিধারা, গুলশান, বনানী, ধানমন্ডিতে দু'জনের বেশি মাদ্রাসা শিক্ষিত বা হুজুর কেবলাদের বাড়ী নেই। এ বাড়ীগুলোর অধিকাংশই হয়তো গড়ে উঠেছে যৎসামান্য হালাল টাকার সঙ্গে সুদভিত্তিক ঋণের টাকায় অথবা অবৈধ উপার্জনের অর্থে। সুদকে অর্থনৈতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছিল। এখন সে অবস্থা নেই। সুদ ও সুদী ব্যাংকিং ছাড়াও অর্থনীতি চলতে পারে। তাই সুদ সংক্রান্ত হাদীসগুলোর অধিকতর চর্চা প্রয়োজন।

খেলাপী ঋণ সংস্কৃতি

আমাদের দেশে ব্যাংক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো খেলাপী ঋণ সংস্কৃতি। অতীতে মহাজনেরা ছিলেন শক্তিশালী, আর ঋণ গ্রহীতারা ছিলেন দুর্বল। এই অবস্থায় সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত যে হাদীসগুলো ছিল, তা বারবার উচ্চারণ ও উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী।

বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করা দূরের কথা, আসলই পাওয়া যায় না। শতকরা ৪০ ভাগ ঋণ খেলাপী। হুককুল এবাদ বা বান্দার হক-এর চেতনা হুক্কুল্লাহ-এর চেতনার ন্যায়ই দুর্বল। এ প্রেক্ষাপটে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত হাদীসগুলো অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার। এ সংক্রান্ত নতুন কোন হাদীস গবেষণা করে আবিষ্কারের প্রয়োজন হবে না। তবে যে, হাদীসগুলো যুগের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয়, সেগুলোর চর্চা বেশি করতে হবে।

তেজারতি বিমুখ শিক্ষা

অতীতে মাদ্রাসা শিক্ষিতরা ছিলেন ব্যবসাবিমুখ। ব্যবসা করতে হলে ব্যাংক ঋণ প্রয়োজন। সুদী ঋণ ছাড়া ব্যবসা করা ছিল অনেকটা অসম্ভব। উলামায়ে কিরাম সুদ দিয়ে মূলধন সংগ্রহ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অপেক্ষা স্বল্প আয়ে দীনহীন সরল জীবন-যাপন করা এবং মাদ্রাসা পরিচালনার জন্যে দান, সাদাকাহ, অনুদান ও ফেতরার উপরই নির্ভর করতেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)